পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫

বাংলাদেশ পুলিশ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

২৭ জানুয়ারি, ২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

১৪ মাঘ ১৪২১
২৭ জানুয়ারি ২০১৫

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বাংলাদেশ পুলিশ দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে আমাদের বীর পুলিশ সদস্যগণ স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্-এ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাসে তাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ সদস্যদের অপরিসীম অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। এছাড়াও যে সকল পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালনকালে নিহত, আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, আমি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণসহ অপরাধ দমনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে আজ বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এ বাহিনীর সদস্যগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পুলিশের প্রতিটি সদস্য আরও দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা। পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পুলিশকে একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস এ কার্যক্রম বাংলাদেশ পুলিশকে আরও গতিশীল করবে।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ পুলিশ অপ্রতুল জনবল, যানবাহন ও সরঞ্জামাদিসহ নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। জননিরাপত্তা, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান এবং জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনসহ সার্বিক অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট নিরাপদে ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পুলিশের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে "ব্লু হেলমেট" পরিহিত বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যবৃন্দের অনন্য অবদান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

জননিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন, মানবাধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় একটি জনবান্ধব ও পেশাদার পুলিশ বাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পুলিশের জন্য ব্যয়িত অর্থকে 'বিনিয়োগ' হিসেবে বিবেচনা করে পুলিশকে আধুনিক ও জনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

পুলিশ সপ্তাহে পুলিশ সদস্যরা পারস্পরিক সৃজনশীল ভাবনা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে নতুন প্রত্যয়ে আগামী দিনগুলোতে পুলিশকে আরো দক্ষ ও জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন বলে আমি আশা করি।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার অন্যতম প্রধান শর্ত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা বিধানের মুখ্য দায়িত্ব বাংলাদেশ পুলিশের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমন এবং অন্যান্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে পুলিশ সদস্যরা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।

সরকার বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নে জনবল ও সরঞ্জাম বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কার্যকর যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে বাংলাদেশ পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, জনমুখী ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যেই আস্থা অর্জন করেছে। আগামী দিনে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং জনপ্রত্যাশা পূরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি আশা করি।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ এর মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের পুলিশ সদস্যরা নতুন উদ্দীপনায় ও দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে- এটাই আমার প্রত্যাশা।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ

মোঃ মোখলেসুর রহমান বিপিএম (বার)
অতিরিক্ত আইজিপি (এ এন্ড ও)

পৃথিবীর আয়তন ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও দ্রুত তা সংকুচিত হয়ে আসছে। ঐতিহ্যগতভাবে যে সমস্ত যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- স্থলযান, জলযান কিংবা বিমান- সেগুলোর গতি বেড়ে চলেছে ক্রমান্বয়ে দ্রুতলয়ে। ছুটে বেড়াচ্ছে বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর মানুষ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। জীবিকার তাগিদে কিংবা ভ্রমণ বিলাসের তাড়নায়। দেশান্তরী মানুষের হাত ধরে সম্প্রসারিত হচ্ছে আন্তঃদেশীয় অপরাধীদের চক্র।

বাংলাদেশের মত দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির যে সকল দেশ আছে সে সকল দেশে আন্তর্জাতিক অপরাধীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের জিডিপির গ্রোথ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মহলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রকেও প্রলুব্ধ করছে বিনিয়োগ করার জন্য। যে কারণে বাংলাদেশ পুলিশেরও এখন এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সময় এসেছে।

আন্তঃদেশীয় অপরাধ কাকে বলে?

এ ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধ একাধিক দেশের অপরাধীদের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। অন্ততঃপক্ষে দুটি দেশের জড়িত থাকা অপরিহার্য। এ ধরনের কোন অপরাধ একক কোন দেশে বাস্তবায়িত হলেও তার পরিকল্পনা, নির্দেশ কিংবা নিয়ন্ত্রণ পুরোটা কিংবা আংশিক সংঘটিত হতে পারে অন্য আর একটি দেশে। একটি দেশে সংঘটিত হলেও অপরাধটির প্রভাব যদি অন্য দেশে গিয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে এই অপরাধটি ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমে পর্যবসিত হবে।
ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের বলয় পৃথিবী জুড়ে বহুধা বিস্তৃত। মানব সমাজের পরতে পরতে এর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গতানুগতিক বা কনভেনশনাল ক্রাইমের (যেমন- খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে নাগরিকগণ অভিযোগ দায়ের করে থাকেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অভিযোগ দায়ের হয় না, ভিকটিম থাকে না বা থাকলেও ভয়ভীতির কারণে অনিচ্ছুক থেকে যায় অভিযোগ জানানোর ব্যাপারে। যেহেতু অভিযোগকারী থাকে না সেক্ষেত্রে এ ধরনের অপরাধ পুলিশকে খুঁজে বের করতে হয় যা কিনা তাদের জন্য বাড়তি কাজের বলে মনে হয়। ফলে অনেক সময় তারা আগ্রহী হয় না।

এদের মূল আগ্রহ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অপরাধগুলোর ওপর-

বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও চোরাচালান, মানব পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, পর্ণোগ্রাফি, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চোরাচালান, নারী পাচার, বেশ্যাবৃত্তি ও সেক্স ট্যুরিজম, মেধাস্বত্ব চুরি কিংবা জালিয়াতি, আর্থিক/বাণিজ্যিক দলিল জালিয়াতি, মোটরচালিত যানবাহন চুরি, অপহরণ ও মুক্তিপণ, পশুপাখী ও এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাচার, টেকনোলজি পাচার, বৃক্ষ ও কাঠ চোরাচালান, নিউক্লিয়ার স্মাগলিং, অডিও/ভিডিও পাইরেসি, নকল ও ভেজাল পণ্যদ্রব্য বিপণন যেমন- প্রসাধনী, মোটর পার্টস, ঔষধ, বস্ত্র-পোষাক সামগ্রী, জুতো, বই, খেলনা সামগ্রী, জুয়েলারি ইত্যাদি।

- পৃথিবীতে প্রতিবছর ১০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র চোরাচালান হয়ে থাকে। বাংলাদেশবাসী স্মরণ করতে পারেন এই দেশে দশ ট্রাক অস্ত্র আটকের ঘটনাটি। সারা দুনিয়ায় অস্ত্র চোরাচালানের পেছনে কম করে হলেও ২০ লাখ লোক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ঘোষিত যুদ্ধ ব্যতীত সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র অবৈধ পথে বেচাকেনা হয়ে থাকে।
- মানব পাচার ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের জগতের অন্যতম দিক। পৃথিবী জুড়ে এ সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের হাতে শিকারে পরিণত হয় প্রায় ৩০ লাখ মানুষ প্রতিবছর। যাদের অর্ধেকই শিশু এবং ৮০ শতাংশ নারী ভিকটিম। এখানেও ১০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়ে থাকে। পাচারকৃত নারীর বৃহদাংশ ব্যবহৃত হয় সেক্স ট্যুরিজমের চিত্তাকর্ষক জগতে যেখানে প্রতিবছর ব্যবসা চলে ১০০ বিলিয়ন ডলারের। পর্ণোগ্রাফির ব্যবসা কম করে হলেও বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলার। শিশু পর্ণোগ্রাফিও এ ব্যবসার অন্যতম দিক।

জাতিসংঘের হিসাবে ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম বছরে ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার উপার্জন করে থাকে। মাদক বাণিজ্য ছাড়িয়ে যায় ৪০০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে যা আন্তর্জাতিক মোট বাণিজ্যের ৮ শতাংশ। পৃথিবীতে বর্তমানে ২৫ কোটির ওপরে মানুষ নিয়মিত মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে।

আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ জগতে তাদের অর্জিত অর্থকড়ি দেশে দেশে ভায়োলেন্স বা দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্ম দিতে পারে, তাতে করে সেইসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপকভাবে ব্যহত হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে প্রতিবছর এ অপরাধী চক্র ১ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে বিভিন্ন দেশের জনপ্রতিনিধি কিংবা সরকারি কর্মকর্তাদের পেছনে ঘুষ হিসেবে প্রদান করার জন্য। এই বিশাল অংকের ঘুষ দেশে দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং আইনানুগ অর্থনীতির ধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ কালো থাবা বিস্তার করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পদ কিংবা কলকারখানার ওপর অথবা রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ওপর। তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে তেল-গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত ব্যবসা বাণিজ্যে। এ সমস্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য এরা উন্নত দেশের খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের এজেন্টদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত পর্যন্ত করে তোলে।

ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম নেটওয়ার্ক দরিদ্রতর দেশে দুর্নীতিকে ব্যাপকভাবে তাদের কর্মোদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে দুর্নীতির অর্থ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত সহজেই পৌঁছে যেতে পারে। যদি সেই কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা না করে তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অপসারণের পদক্ষেপ নেয় কিংবা তার সুনাম নষ্ট করে থাকে। যদি রাষ্ট্র অসহযোগিতা করে তবে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল কিংবা সন্ত্রাসবাদী দলকে ব্যবহার করে থাকে কার্য উদ্ধারের জন্য।

আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ জগতে বিগত কয়েক বছরে এসে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসবাদ ও মানি লন্ডারিং। এটা হলো সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের অশুভ আঁতাত। সন্ত্রাসের জন্য অস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্য-রসদ, যোগাযোগ মাধ্যম, মেধা-পরামর্শ ইত্যাদির নিরন্তর জোগান দিয়ে চলেছে এই সমস্ত গ্যাং ক্রিমিনালরা। বিপরীতভাবে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো নিজেরাও ফান্ড সংগ্রহের জন্য মাদকদ্রব্য, অপহরণ, জুলুম, বিভিন্ন দ্রব্যের চোরাচালান, সশস্ত্র দস্যুতা, মানব পাচার ইত্যাদি অপরাধমূলক তৎপরতা চালিয়ে থাকে। কলম্বিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তুরস্ক কিংবা অন্যান্য দেশের সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

সংঘবদ্ধ অপরাধীদের আছে সামরিক কেতায় সাংগঠনিক কাঠামো। ১৯৮৩ সালে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কমিশন সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের কাঠামোর উদ্‌ঘাটন ঘটায়। তাতে দেখা যায়, এদের শীর্ষে থাকে একজন বস (Boss), তারপর ক্রমান্বয়ে পরামর্শদাতা, সহকারী বস, লেফটেন্যান্ট এবং কর্মী বা সেনাদল। এরা বৈধ এবং অবৈধ দু'ধরনের ব্যবসাতেই জড়িত থাকতে পারে। এরা ভয়ভীতি, আক্রমণ ও খুনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখে। বসের নির্দেশে সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাসবাদ হলো ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইমের অন্যতম উদাহরণ। সন্ত্রাসবাদের নানা প্রকারভেদ থাকতে পারে, থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ। কিন্তু ফলাফল হিসেবে পাওয়া যায় বৈধ রাষ্ট্র কিংবা সরকারকে উৎখাত করার জন্য সর্বাত্মক ভীতিসঞ্চার এবং রক্তপাত। সন্ত্রাসবাদের পেছনে থাকে বিশাল অংকের অর্থের জোগান এবং অবৈধ অস্ত্রের বিশাল ভান্ডার। রক্তপাত, হিংসা হানাহানি, জনমনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, নিরাপত্তাহীনতা সার্বিক অর্থনীতিতে ধ্বস নামিয়ে দেয় এবং দেশের সার্বিক উন্নতির বাধা হয়ে দেখা দেয়। যেহেতু সন্ত্রাসবাদের জন্য আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের প্রয়োজন পড়ে সে কারণে এদের দমন করা সারা বিশ্বে পুলিশের জন্য বড় হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বৈশ্বিক এ প্রেক্ষাপটে আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবেলার জন্য আন্তঃদেশীয় পুলিশ নেটওয়ার্ক গঠন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

মানি লন্ডারিং

অপরাধ কর্মকান্ডের দ্বারা অর্জিত কালো টাকা সাদা করা ট্রান্সন্যাশনাল ক্রিমিনালদের আরেকটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। মাদকদ্রব্য চোরাচালান কিংবা অস্ত্র ব্যবসা অথবা মানব পাচারের মত অপরাধের দ্বারা অর্জিত অর্থ বৈধ পথে প্রবাহিত করার জন্য এরা সাধারণত বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিং, ডাবল ইনভয়েসিং, ফলস্ ইনভয়েসিং করে থাকে। তাছাড়া ব্ল্যাক মার্কেট পেসো এক্সচেঞ্জ, হাওয়ালা, বাল্ক ক্যাশ স্মাগলিং, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/সিনেমা ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে থাকে। ল্যান্ড ডেভলপমেন্ট কিংবা ডেভলপিং ব্যবসায় এ কালো টাকা বিনিয়োগ হয় এবং ক্রমান্বয়ে সাদা হতে থাকে।

ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম বর্তমান যুগের বৈশ্বিক সমস্যা। জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যাতায়াত এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়াতে অপরাধের মাত্রা ও পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। ৩ কোটি সিডিউলড ফ্লাইট প্রতিবছর কম করে হলেও ২.২ বিলিয়ন যাত্রী বা ভ্রমণকারী এক দেশ থেকে আরেক দেশে বহন করে থাকে। শত শত মিলিয়ন টন পণ্য সাগর পথে পাড়ি দেয় প্রতিবছর। জনস্রোত এবং পণ্যপ্রবাহের ফাকে ফাকেই আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধীদের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়।

সংঘবদ্ধভাবে গড়ে ওঠা ক্রিমিনাল নেটওয়ার্কের প্রভাব বলয় বহুধা বিস্তৃত। এর নেতিবাচক প্রভাবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে, রাজনীতি কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সৃষ্টি হতে পারে বিশৃঙ্খল অবস্থার। জলবায়ু-পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটিয়ে মানবিক কিংবা জীববৈচিত্রের মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এই আন্তর্জাতিক অপরাধীরা। দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় অর্থনীতি, সুশাসন, সামাজিক নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে যেতে পারে।

কয়েকটি কুখ্যাত আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধী গ্রুপ

রাশিয়ান সলনসেভো, ইতালিয়ান কোসা নস্ট্রা (ইটালিয়ান মাফিয়া), জাপানিজ ইয়াকুজা, চিনের ফুক চিং, তাইওয়ানের হেইজিন, থাইল্যান্ডের সাও ফো, হংকং ভিত্তিক ট্রায়াড সুন ই অন কিংবা উ গ্রুপ ইত্যাদি।

সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে আছে- নাইজেরিয়ার বোকো হারাম, সোমালিয়ার আল শাবাব, ভারতের ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি, বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিন ইত্যাদি।

বাংলাদেশও সংঘবদ্ধ অপরাধীদের কাছে দিন দিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। সন্ত্রাসবাদ, মানব পাচার বা মানি লন্ডারিংয়ের মত অপরাধের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে যদি না পুলিশ এদেরকে দমন করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির অনুষঙ্গ হিসেবে প্রাদুর্ভাব হওয়া আন্তর্জাতিক অপরাধের নেটওয়ার্ক সিন্ডিকেটকে অগ্রাধিকার না দেওয়ার সময় ফুরিয়ে এসেছে। পুলিশকে তাই নতুন সাজে অবস্থান নিতে হবে এদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ মাঘ ১৪২১
২৭ জানুয়ারি ২০১৫

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুলিশ বাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বপ্রথম ঢাকার রাজারবাগে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দেশকে স্বাধীন করায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যগণ যাঁরা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

পুলিশকে আধুনিক রাষ্ট্রের দৃশ্যমান অবয়ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশ পুলিশ মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। আমাদের সরকার পুলিশের আধুনিকায়ন এবং সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে যার সুফল ইতোমধ্যে দেশের জনগণ পেতে শুরু করেছে।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। দেশের সকল প্রয়োজন ও সংকটকালে বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও পুলিশের সাফল্য ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা বাংলাদেশকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে অনন্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আমি আশা করি, সরকারের অঙ্গীকার 'রূপকল্প-২০২১' ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশপ্রেম ও জনসেবার মহান আদর্শকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশ পুলিশের প্রত্যেক সদস্য আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করবে- এটাই জাতির প্রত্যাশা।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উদ্‌যাপনের শুভ মুহূর্তে আমি বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান ও প্রাক্তন সকল সদস্যকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বাঙালি জাতির সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর তেজোদ্দীপ্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে অগণিত পুলিশ সদস্য অকুণ্ঠ চিত্তে আত্মোৎসর্গ করে আমাদের অমূল্য স্বাধীনতা অর্জনের দুর্গম পথকে সুগম করে গেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নেও জনস্বার্থ, জননিরাপত্তা ও জনগণের সার্বিক কল্যাণে পবিত্র দায়িত্ব পালনকালে অনেক পুলিশ সদস্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিশেষ করে ২০১৩ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে চালানো সহিংসতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশের ১৮ জন অকুতোভয় সদস্য শাহাদত বরণ করেছেন। পুলিশ সপ্তাহ পালনের এ শুভলগ্নে আমি সে সকল মৃত্যুঞ্জয়ী বীর পুলিশ সদস্যকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি।

বিশ্বায়নের অনিবার স্পর্শ এবং প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ মানুষের পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত করেছে। এরূপ কঠোর ও জটিল বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অপরাধের সমূল উৎপাটনসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রেখে একটি পরিপূর্ণ স্বস্তিময় সমাজ নিশ্চিত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পুলিশের দেশপ্রেমিক সদস্যগণের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ কাজে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে বিগত কয়েক বৎসরে সাধারণ অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তির রাষ্ট্রবিরোধী অপতৎপরতা অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারীত্বের সাথে মোকাবেলা করে বাংলাদেশ পুলিশ দেশের গণতন্ত্রকামী ও শান্তিকামী মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা অর্জন করেছে।

পুলিশের নিকট জনগণের প্রত্যাশার দিগন্ত ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। একই সাথে পুলিশের সক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধিকল্পে বর্তমান সরকারও যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রদর্শন করে আসছে। আমি বিশ্বাস করি, পুলিশ বাহিনীর উৎকর্ষ সাধনে বর্তমান সরকারের গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহের সুফল কাজে লাগিয়ে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা সেবা প্রদানে আমরা অবশ্যই সক্ষম হবো। আমাদের চলার পথে সুধীজন, সুশীল সমাজ ও গণমানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রেরণা আমাদের প্রত্যয়কে আরো দৃঢ় করবে।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উদ্‌যাপন সর্বতোভাবে সফল হোক- এ কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম